



মানবকণ্ঠ

প্রতিদিনের বাংলাদেশ

মঙ্গল শোভাযাত্রা বর্জনের সিদ্ধান্ত চারুকলা ২৬ ব্যাচ শিক্ষার্থীদের

নিজস্ব প্রতিবেদক

এবারের পহেলা বৈশাখের আয়োজনকে 'রজনীগন্ধা' ও দেশের পরিবর্তনকারীরা সময়ে রাজনৈতিক আখ্যায়িকার আখ্যায়িক করে এ আয়োজন ও আয়োজক কমিটিকে বর্জনের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন চারুকলা ২৬তম ব্যাচের শিক্ষার্থীরা। গত বুধবার বিবৃতি দিয়ে এই শিক্ষার্থীরা বলেছেন, 'এবারের বৈশাখ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বৈশাখ। এ আয়োজনে সম্পৃক্ত ব্যক্তিগণের চটুকরিয়াপূর্ণ মনোভাবের কারণে আমরা শিক্ষকদের আয়োজন করা বৈশাখের আনুষ্ঠানিকতা ও শোভাযাত্রা সমর্থন করছি না।'

তবে চারুকলা অনুবাদের দিন অধ্যাপক আজহারুল ইসলাম চক্কল গণমাধ্যমকে বলেছেন, 'যারা বিবৃতি দিয়েছেন, তারা চারুকলায় এখন প্রাক্তন। আর শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের নিয়েই চলছে মঙ্গল শোভাযাত্রার প্রস্তুতি। আর্থিক স্বচ্ছতা এবং কাজের শৃঙ্খলার জন্য একাধিক সভা করা হয়েছে এবং যথানিয়মেই মঙ্গল শোভাযাত্রা হবে।' চারুকলা অনুবাদের 'সাধারণ শিক্ষার্থীদের' পক্ষ থেকে গত 'মঙ্গলবার শোভাযাত্রা নিয়ে স্পষ্ট বিবৃতি' শিরোনামে বিবৃতিটি সংবাদমাধ্যমে পাঠানো হয়। বিবৃতিতে প্রেরকের জায়গায় নির্দিষ্ট করে নাম না উল্লেখ করে লেখা হয়, '২৬তম ব্যাচ (চারুকলা ৭০)।'

চারুকলা অনুবাদের একজন শিক্ষক গণমাধ্যমকে বলেন, 'শিক্ষার্থীরা বর্জন করেছে বলে শুনেছি। আর শিক্ষার্থীরা যে অভিযোগ তুলেছে, সেটা ঠিক আছে। এবার অনেক কৌশল রাজনৈতিক হচ্ছে মঙ্গল শোভাযাত্রার আয়োজন। এতে সবাই অংশগ্রহণের যে স্বত্বস্বত্বতা, তা নষ্ট হয়ে গেছে।' ২৬তম ব্যাচের একজন শিক্ষার্থী বলেন, 'আমাদের ব্যাচ এবং পুরো চারুকলার সাধারণ শিক্ষার্থীরা বর্জন করেছি। আমাদের শিক্ষকেরা অভিযোগ তুলে চটুকরিয়া করছেন। এজন্যই এবারের আয়োজনের সঙ্গে আমরা নাই।'

এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে চারুকলা অনুবাদের দিন অধ্যাপক আজহারুল ইসলাম চক্কল গণমাধ্যমকে বলেন, 'এ ধরনের বিবৃতির সঙ্গে সাধারণ শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ততা নেই। শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা সমন্বয় করেই আমরা মঙ্গল শোভাযাত্রার কাজ করছি। যারা বিবৃতি দিয়েছে, তারা বিভ্রান্তি তৈরি করতে চাইছে। তাদের জন্য কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকতে পারে।'

মঙ্গল শোভাযাত্রা বর্জনের ঘোষণা শিক্ষার্থীদের

চারি চারুকলা

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক

রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে 'মঙ্গল শোভাযাত্রা' বর্জনের ঘোষণা দিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলায় শিক্ষার্থীরা। গত বুধবার রাতে চারুকলার ২৬তম ব্যাচের শিক্ষার্থীদের পাঠানো এক বিবৃতিতে এই ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়, 'আমরা বৈশাখ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বৈশাখ। এ আয়োজনে সম্পৃক্ত ব্যক্তিগণের চটুকরিয়াপূর্ণ মনোভাবের কারণে আমরা শিক্ষকদের আয়োজন করা বৈশাখের আনুষ্ঠানিকতা ও শোভাযাত্রা সমর্থন করছি না।'

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, 'বৈশাখ প্রতিবছর আনুষ্ঠানিকভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুবাদের নির্দিষ্ট ব্যাচের তত্ত্বাবধানে এবং সম্পূর্ণভাবে শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের যৌথ প্রয়াসে আয়োজিত হয়ে থাকে। আয়োজনের সম্পূর্ণ অর্থ অনুবাদের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের দ্বিগুণকর্ম বিক্রির মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়। চারুকলার রীতি অনুযায়ী যা এবার ২০১৬-১৭ ব্যাচের দায়িত্ব হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এবারের আয়োজন একেবারেই চারুকলা অনুবাদের পূর্ণাঙ্গ রীতির বাতিলকরণে কোনোরকম

শিক্ষার্থীদের সম্মতি ও সম্পৃক্ততা ছাড়া শুধুমাত্র শিক্ষকদের সিদ্ধান্তে করা হচ্ছে, যা শিক্ষার্থীদের বিশ্বাস ও ধারণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এবার একাডেমিকভাবে বৈশাখ আয়োজন করার এই সিদ্ধান্ত অনুবাদে অধ্যাপনরত শিক্ষার্থী, ছাত্র প্রতিনিধি কারও সাথে কোনোরকম পূর্ব আলোচনা ছাড়াই একটি নির্দিষ্ট ছাত্র-শিক্ষক গোষ্ঠীর সম্পৃক্ততায় খুবই অতর্কিতভাবে নেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ তুলেছেন এই ব্যাচের সাধারণ শিক্ষার্থীরা।

বিবৃতিতে বলা হয়, 'শোভাযাত্রা বানানো স্ট্রাকচারের ডিজাইন এবং আইডিয়া সম্পূর্ণ শিক্ষকদের দেওয়া, চারুকলার আপামর সাধারণ শিক্ষার্থী এর সাথে কোনোভাবেই সংশ্লিষ্ট এবং অবগত না। শহীদ আবু সাঈদের স্ট্রাকচার সম্পর্কেও আমরা অবগত ছিলাম না এবং কারও পক্ষমত মতামত আদায় দেওয়ার পক্ষেও না ছিলাম।'

আরও বলা হয়, 'সাধারণ শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে আমরা এটুকু স্পষ্ট করে জানাতে চাই যে, এবারের আয়োজন প্রতিবছর চারুকলা অনুবাদে আয়োজিত হয়ে আসা বৈশাখের আয়োজন নয়। বরং স্বজনপ্রীতিকৃত ও দেশের পরিবর্তনকারীরা সময়ে রাজনৈতিক আখ্যায়িকার এবারের বৈশাখ ১৪৩২-এর আয়োজন ও আয়োজক কমিটিকে আমরা চারুকলার সাধারণ শিক্ষার্থীরা বর্জন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আশা করি আমাদের এই সিদ্ধান্তকে সবাই সমর্থন ও সম্মান জানাবেন।'

The Daily Observer

Group of DU students distance themselves from Pahela Baishakh celebrations this year They call it departure from longstanding faculty tradition

DU Correspondent

Students of the 2017-18 session of Dhaka University's (DU) Faculty of Fine Arts publicly denounced this year's Pahela Baishakh (Bangla first month) celebrations, citing significant departures from longstanding faculty traditions.

On Wednesday, the 26th batch (70th Fine Arts) students categorically disassociated themselves from the current year's festival arrangements, highlighting what they perceive as a breach of established collaborative practices through a press release.

The core of the contro-

versy centres on the unilateral decision-making process by faculty members, who allegedly organised the Baishakh celebration without meaningful student consultation. Traditionally, the festival has been a collaborative effort between students and faculty, with event funding generated through the sale of artworks created by students and teachers. However, this year's arrangements deviate markedly from these time-honoured customs.

Students have specifically criticised the design and conceptualisation of the Mongol Shobhajatra structures, claiming they were

entirely dictated by faculty members without student input. Of particular concern was a structure representing Shaheed Abu Sayeed, which the students argue was included without broader student consensus and potentially risks offending personal ideologies.

The statement emphatically rejected accusations of opposing the Baishakh festival itself, instead focusing their critique on what they describe as a 'nepotism-ridden and politically motivated' celebration. 'We are not opposing the Baishakh festival,' the students declared, 'but we strongly reject the 'Baishakh 1432' celebration and its organizing committee.'



১৪ চৈত্র ১৪৩১

DU in Media

28 March 2025

সময়ের আলো



বাংলা বর্ষবরণ ও মঙ্গল শোভাযাত্রা ঘিরে ঢাবির চারুকলায় ব্যস্ত শিল্পীরা। বৃহস্পতিবার তোলা

● সময়ের আলো